সংবাদ
(৭৩)
043
তারিখ ... 23.8.83 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ১ ...

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৯০

পরীক্ষায় ফেলের হার

গত ২০শে আগস্ট দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বরাবরকার মত এবারও বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে। সংগীত ও ইসলামিক স্টাডিজ এই দু'টি গ্রুপে নাকি একজনও পাস করেনি। মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৬৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল এ পরীক্ষায়, এর মধ্যে ফেল করেছে ৯০ হাজার ৩৬৯ জন; শতকরা ফেলের হার ৬২ দশমিক ২০। এর আগে গত ২৫শে জুন এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। চারটি বোর্ড থেকে এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৭০ হাজার ৫৭৩ জন, এর মধ্যে ফেলের হার পাসের হারের তুলনায় কিছুটা কম থাকলেও ফেলকরা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিপুল। ওই পরীক্ষায় ফেল করেছে মোট ১ লাখ ১৪ হাজার ৬০০ জন পরীক্ষার্থী। শিক্ষা জীবনের এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রতি বছর যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয় তা রীতিমত উদ্বেগজনক। ব্যর্থতা তো সর্বত্র সাফল্যের ভিত্তি হয়ে আসে না, তাই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর জীবনে উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিই হয়ে ওঠে একমাত্র সত্য।

কিন্তু পরীক্ষা ক্ষেত্রে কেন এই বিপর্যয়? এর একটি কারণ বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করা যায় পরীক্ষা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আতংক-অস্থিরতার মধ্যে। এটি তাদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। পরীক্ষাভীতি প্রমাণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথাপ্রস্তুতির অভাব রয়েছে। এই অভাব সম্পর্কে জানতে গেলে নানা অভিযোগ শোনা যায়। সেসব অভিযোগের ভিত্তি শিক্ষা পরিবেশ থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া হয় না এমন অভিযোগ যেমন শোনা যাবে, তেমন শোনা যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে উৎসাহের প্রচণ্ড অভাব সম্পর্কেও। এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান নানা হতাশার কারণে। তবে যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিবছর পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তাদের মধ্যে কি একেবারে কোনো প্রস্তুতি ছিল না? সকলেই স্বীকার করবেন শিক্ষাগত প্রস্তুতিতে তারতম্য থাকলেও তা ছিল। তবে অন্য রকম প্রস্তুতিও যে ছিল অনেকের সেটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে প্রস্তুতি ছিল শর্ট কাটের, নকল বা চৌকাটুকির। এভাবে পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে গিয়ে অনেক পরীক্ষার্থী যে পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে বহিষ্কার হয়েছে তা সকলেরই জানা। তাই এই অকৃতকার্যদের দল যে ওই বহিষ্কৃতরাও ভারী করেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবু ব্যাপক অকৃতকার্যতার কারণ এগুলোও নয়।

শিক্ষা-জীবনের মধ্যপথে এই ব্যর্থতা অনেকের শিক্ষাজীবনে একেবারে ছেদ হয়েই আসে। প্রতি বছর শিক্ষাঙ্গন থেকে তাই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর নির্বাসন ঘটে। কর্মসংস্থানের সমস্যাকে প্রতি বছর এরা তীব্র করে তোলে। সমস্যা সৃষ্টির পাশাপাশি তাই উদ্যম ও ক্ষমতার এক বিরাট জাতীয় অপচয় ছাড়া আর অন্য কোনভাবে পরীক্ষার এই ব্যাপক অকৃতকার্যতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই সমস্যা ও অপচয় রোধের ব্যবস্থা কি?

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলো নিয়ে গত ১৯শে আগস্টের সম্পাদকীয়তে আমরা আলোচনা করেছি, আবার সেগুলোর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা-সংকোচন নীতির ধারক-বাহক এ পদ্ধতিটিকে আর চালু রাখার কোন অর্থ হয় না। মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এর অসারতাও প্রমাণ হয়েছে বারবার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক উন্নত পদ্ধতি চালু রয়েছে, সেগুলো থেকে আমরা প্রয়োজনমত অনেক কিছু গ্রহণ-বর্জন করে আমাদের উপযোগী একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো যেখানে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন সেখানে পরীক্ষা-ব্যবস্থা কেন বিভীষিকা হয়ে থাকবে, উচ্চ শিক্ষার পথই বা কেন কাঁটা হয়ে থাকবে তা কিছুতেই আমাদের বোধগম্য হয় না। আমরা আশা করছি, শিক্ষা-সংকোচননীতি বলবৎ রাখার অন্যতম উপায় এই পরীক্ষা-পদ্ধতির আশু পরিবর্তন ঘটানো হবে। পরীক্ষায় দুঃখজনক ফেলের হার আমরা আর দেখতে চাইনে।